ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 076 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৬ ● কলকাতা ● ০৫ চৈত্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২০ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কমিশনের ইউ-টার্ন দুই পুলিশকর্তা থাকছেন রাজ্যেই

এরপর ৬ পাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রশাসনিক কড়াকড়ির মধ্যেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল কমিশনের। পনেরো জন আইপিএস আধিকারিককে ভিনরাজ্যে অবজার্ভার হিসেবে পাঠানোর ঘোষণা করার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পিছু হটল নির্বাচন কমিশন। আপাতত দুই শীর্ষ পুলিশকর্তা-মুরলীধর শর্মা এবং সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে বাইরে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই ব্যাপক রদবদল ঘিরে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ, এত বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই ধরনের একতরফা পদক্ষেপ, ফেডারেল কাঠামোর পরিপন্থী। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে কমিশনের ধারাবাহিক কড়া সিদ্ধান্ত এবং তার মধ্যেই হঠাৎ এই আংশিক ইউ-টার্ন-দু'য়ের জেরে রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই সিদ্ধান্ত বদলের নেপথ্যে কী কারণ, এবং তার প্রভাবই বা ভোট প্রক্রিয়ায় কতটা পড়বে।পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা বাংলাতেই দায়িত্বে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, বাকি ১৩ জন আইপিএস আধিকারিককে পরিকল্পনা অনুযায়ী তামিলনাড়ু ও কেরলে অবজার্ভার হিসেবে পাঠানো হবে। সেই তালিকায় রয়েছেন রশিদ মুনির খান, সন্দীপ কারা, প্রিয়ব্রত রায়, প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি, মুকেশ, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকার, সি সুধাকর, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমনদীপ, আকাশ মাঘারিয়া এবং আলোক রাজোরিয়া।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, ভোট ঘোষণার পরপরই এই আইপিএস আধিকারিকদের তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। যদিও পরে রাজ্য সরকার তাঁদের অন্যত্র দায়িত্ব দেয়। তার পরেই তাঁদের ভিনরাজ্যে অবজার্ভার হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আচমকাই সেই সিদ্ধান্তে আংশিক পরিবর্তন ঘটায় কমিশন, যা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ফের সামনে এসেছে ভোট ঘোষণার দিন নেওয়া কমিশনের কড়া পদক্ষেপগুলিও। ভারতের নির্বাচন কমিশন সেদিন মধ্য রাত্রে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক এবং পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কলকাতা পুলিশের কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং একাধিক জেলার পুলিশ সুপারদেরও রাতারাতি বদলি করা হয়।

শুধু শীর্ষস্তরেই নয়, রেঞ্জ পর্যায়েও বড়সড় রদবদল হয়। রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজিদের সরানো হয়। পাশাপাশি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকদেরও বদলির নির্দেশ দেয় কমিশন।

এই ব্যাপক রদবদল ঘিরে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ, এত বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই ধরনের একতরফা পদক্ষেপ, ফেডারেল কাঠামোর পরিপন্থী।

পর্ব 235

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে পিতা পুত্রের রূপে দ্বিতীয় জীবন যাপন করে। তাহলে এটা স্বাভাবিক যে পিতা নিজের প্রথম জন্মের ভুলগুলো আবার পুত্রের রূপে দ্বিতীয় জন্মে হতে দেবে না।

ক্রমশঃ

তড়িঘড়ি ভিনরাজ্যে যাওয়ার নির্দেশ এল মুরলীধর শর্মা, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সহ ১৫ জনের কাছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের নোটিস এল রাতে। যে পুলিশ আধিকারিকদের এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদেরই এবার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভিনরাজ্যে। বুধবার রাতেই জারি করা হয়েছে নির্দেশিকা। ১৫ জন অফিসারকে এবার পাঠানো হচ্ছে ভিনরাজ্যে। তামিলনাড়ু ও কেরলেও বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ওই দুই রাজ্যে ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের একাধিক অফিসারকে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সুধাকর, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমনদীপ সিং, আকাশ মাঘারিয়া, অলোক রাজোরিয়া ও সৈয়দ ওয়াকার রাজা। এই অফিসারদের মধ্যে অনেককেই সদ্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এবার তাঁদের ভিনরাজ্যে পাঠানো হল। শুধু তাই নয়, পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য যে ট্রেনিং নিতে হয়, এই ১৫ জনের মধ্যে বেশিরভাগ অফিসারই তা নেননি। তাহলে এমন তড়িঘড়ি কেন তাঁদের পাঠানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে পর্যন্ত যিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন, সেই জগদীশ প্রসাদ মিনাকেও তামিলনাড়ুতে অবজারভার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সিপি সৈয়দ ওয়াকার রাজাকেও তামিলনাড়ুতে পুলিশ অবজার্ভার করে পাঠানো হল এবার। পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অফিসার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকার এবং আমনদীপ সিং কেও পুলিশ অবজার্ভার হিসাবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে মোট ১৫ জনকে তামিলনাড়ু ও কেরলে পাঠানো হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন, রাশিদ মুনির খান, সন্দীপ কারা, প্রিয়ব্রত রায়, প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, মুকেশ, মুরলীধর শর্মা, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকার, সি.

সন্দেশখালির শাহজাহানকে জামিন দিল না হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জামিন পেলেন না প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। সন্দেশখালিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকদের উপরে হামলার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তিনি। ওই মামলাতেই জামিন চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জেলবন্দি শাহজাহান। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিল হাই কোর্ট। সিবিআইয়ের বক্তব্য, এই মামলায় সাক্ষীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে।সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে উন্মত্ত জনতার আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। গুরুতর আহত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তিন ইডি আধিকারিককে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের কাছ থেকে ফোন, ল্যাপটপ এবং নগদ টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও ওঠে। ওই

এরপর ৩ পাতায়

দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপি-র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় ১১১টি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় একাধিক বড় নাম রয়েছে।এ ছাড়াও প্রথম তালিকায় নাম প্রকাশ করা হলেও বিষ্ণুপুর এবং জয়পুর কেন্দ্রের প্রার্থী বদল করা হয়েছে। প্রথম তালিকায় ১৪৪টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় তালিকায় ১১১টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হল। ফলে ২৫৫টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি।

হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে রেখা পাত্রকে। নোয়াপাড়ায় বিজেপি প্রার্থী আর এক প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। ব্যারাকপুরে প্রার্থী করা হয়েছে কৌস্তভ বাগচিকে। টালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। যাদবপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী আর এক অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায় এ ছাড়াও বর্তমান বিধায়কদের অধিকাংশকেই তাঁদের পুরনো কেন্দ্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এগরার বিজেপি প্রার্থী করা হয়েছে দিব্যেন্দু অধিকারীকে। শ্যামপুর থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে খড়্গপুর সদরের

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সন্দেশখালির শাহজাহানকে জামিন দিল না হাই কোর্ট

ঘটনার পর ন্যাজাট থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। পরে ইডিও একটি অভিযোগ জানায় ওই থানায়। শাহজাহানের বাড়ির কেয়ারটেকারও ইডির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করেন।হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ রায়ের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার শাহজাহানের জামিন মামলার রায় ঘোষণা করেছে। বিচারপতি তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। সিবিআইয়ের আইনজীবী অমাজিৎ দে জানান, সাক্ষীদের উপর ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। তবে আদালত জানিয়েছে, এই মামলার তদন্তে নতুন যে সব তথ্য উঠে আসবে, তার ভিত্তিতে নতুন করে জামিনের আবেদন করতে পারবেন শাহজাহান।

২০২৪ সালের গোড়ার দিকে, ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে হানা দিয়েছিল ইডি। গন্তব্য ছিল শাহজাহানের বাড়ি। সেখানেই ইডির দল এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা আধাসেনা জওয়ানদের উপর চড়াও হন গ্রামবাসীদের একাংশ। অভিযোগ, ইডির উপর চড়াও হওয়া ওই উন্মত্ত জনতা ছিল শাহজাহানেরই অনুগামী। ইডির উপর হামলার ওই ঘটনার পর এলাকাছাড়া ছিলেন শাহজাহান। পরে রাজ্য পুলিশই গ্রেফতার করে শাহজাহানকে। পরবর্তী সময়ে ইডির উপরে হামলার ঘটনার তদন্তভার যায় অপর কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-এর হাতে। সেই সময় শাহজাহানকেও তুলে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে। বর্তমানে তিনি বন্দি রয়েছেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে।

(২ পাতার পর)

সন্দেশখালির শাহজাহানকে জামিন দিল না হাই কোর্ট

বিধায়ক অভিনেতা হিরণকে। কাশীপুর- বেলগাছিয়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করা হয়েছে রীতেশ তিওয়ারিকে। রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তরুণজ্যোতি তিওয়ারিকে। মানিকতলা থেকে প্রার্থী হচ্ছে আর এক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। এন্টালিতে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। দমদমে বিজেপি প্রার্থী করেছে অরিজিৎ বক্সিকে। বেহালা পশ্চিমে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ। জোড়াসাঁকোয় প্রার্থী করা হয়েছে বিজয় ওঝাকে।

জগদ্দলে বিজেপি প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমারকে। কামারহাটির বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরী। সন্দেশখালিতে বিজেপি প্রার্থী সনৎ সর্দার। রামপুরহাটে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ধ্রুব সাহা। কসবার প্রার্থী করা হয়েছে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

হঠাৎ করেই ভবানীপুর থানার সামনে শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ভবানীপুর এলাকায় প্রচার মিছিলেও যান শুভেন্দু। কিন্তু, হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়েন ভবানীপুর থানার সামনে। তারপর থানার ভিতরেও ঢোকেন শুভেন্দু।চলতি বছরেই পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পাল্টা একটি মামলা দায়ের হলে কলকাতা হাইকোর্ট শুভেন্দু অধিকারীকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত কোনও কঠোর পদক্ষেপ বা গ্রেফতারি থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছিল। এরকম একাধিক মামলা থাকলেও শুভেন্দুকে পুলিশের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

বেশ খানিকক্ষণ কথাও বলেন সেখানে। বিরোধী দলনেতার থানায় যাওয়া নিয়ে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা

এরপর ৪ পাতায়

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়াল রাজ্য সরকার, ভোট মরশুমে মাস্টারস্ট্রোক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে শুরু করে বিরোধী দলগুলি। যদিও আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিরোধীরা। সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দেয় বিরোধীদের।এছাড়া রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। আর সে কথা ভেবেই তাঁদের জন্য এই বোনাস বাড়ানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরপর আর কোন খাতে কবে টাকা বাড়ে সেটাই দেখার বিষয়। তবে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে। সর্বস্তরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন বোনাস কাঠামোর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে জানাল নবান্ন।এই আবহে আবার মাস্টারস্ট্রোক দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কদিন আগেই মহার্ঘভাতা (ডিএ) আর পুরোহিত-মোয়াজ্জিনদের ভাতা নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরও হল একপ্রস্ত বড় ঘোষণা। রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বাড়ল অতিরিক্ত বোনাসের পরিমাণ।

সম্পাদকীয়

ইরানের বিরুদ্ধে সৌদি আরব যুদ্ধে নামলে ব্যবহার হবে পাকিস্তানের পরমাণু বোমা!

প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল এখনও থামেনি ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধ। সংঘর্ষ থামার বদলে উল্টে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। আরও অনেকে দেশের এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সৌদি আরব ও পার্শ্ববর্তী উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর ইরান বেশি করে আক্রমণ করছে।প্রসঙ্গত, গত বছর কাতারের দোহায় হামাস প্রতিনিধিদের ওপর ইজরায়েলি হামলার পর সৌদি আরব ও পাকিস্তান একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির মূল ভিত্তি অনেকটা ছিল ন্যাটোর 'অনুচ্ছেদ ৫'-এর মতো। সেই চুক্তিতে যেখানে বলা হয়েছে যে সৌদি বা পাকিস্তান কোনো একটি দেশের ওপর আক্রমণ উভয় দেশের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য হবে। এতেই ক্ষুব্দ হচ্ছে সৌদি। আর ইরানের হামলা সহ্য করা হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সৌদির বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ। সেই আবহেই ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্র হচ্ছে। একজন সৌদি বিশ্লেষক জানিয়েছেন, এই যুদ্ধে ইজরায়েলের ও আমেরিকার সঙ্গে যদি সৌদি আরব সরাসরি অংশ নেয় তাহলে রিয়াদ পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সক্রিয় করবে। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটির পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের সহায়তা নিতে পারে বলেও জানা গিয়েছে।

সৌদি ভূ-রাজনৈতিক গবেষক সালমান আল-আনসারি কানাডার সংবাদমাধ্যম সিবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য শেয়ার করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেছেন, সৌদি আরব যদি পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ইরানের হার অবশ্যম্ভাবী কারণ তখন পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা প্রতিরক্ষা চুক্তিটি কার্যকর হবে। তিনি আরও বলেন, আক্ষরিক অর্থেই সৌদি আরবের ওপর পাকিস্তানের একটি 'পারমাণবিক ছত্রছায়া' রয়েছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(এগারো পর্ব)

(Ceriops roxburghiana, Aran) ,কিন্তু তা বলা হয়নি। অনেকে বলেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে সমুদ্র-বন থেকে। সমুদ্র-বন বলতে বুঝিয়েছে সমুদ্রের ধারের বন। এই সুন্দরবনকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিনিয়ত চর্চা গবেষণা সবকিছু চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর সঠিক হদিস গবেষকরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে ।সুন্দরবন পৃথিবীর মানচিত্র একটু অন্য কথা বলে যায়,বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকায় ছোট ছোট শাখা নদীর মাঝে বিস্তীর্ণ বদ্বীপ তৈরি হয়েছে, আর সেই বদ্বীপ কে ঘিরে বাংলাদেশ-ভারতের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

হঠাৎ করেই ভবানীপুর থানার সামনে শুভেন্দু অধিকারী

তৈরি হয়। থানার সামনে ছিল কড়া নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, কর্মী সমর্থকদের উপর মিথ্যা মামলা এবং আজকের পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের স্লোগান নিয়ে থানায় কথা বলেন শুভেন্দু।

শান্তিপূর্ণ ভোটের আবেদন নিয়ে ভবানীপুর থানায় যান শুভেন্দু অধিকারী। দাবি করেন, দলীয় কর্মীদের ওপর অকারণে হামলা হচ্ছে।

ভবানীপুরের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়ন জমা দেবেন। কিন্তু তার আগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মূলত, পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ। শুভেন্দুর বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে মোট কতগুলি মামলা রয়েছে, সেই সঠিক তথ্য পুলিশ তাঁকে দিচ্ছে না। এদিকে, একজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট হলফনামা অর্থাৎ Form 26 জমা করতে হয়। সেখানে প্রার্থীকে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্ত সঠিক তথ্য উল্লেখ করতে হয়। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধমূলক রেকর্ড, আর্থিক অবস্থা, পেশা ও আয়ের উৎস, সরকারি বকেয়া সবই বিস্তারিত জানাতে হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে লোলজিহ্ব, করাল, রক্তবর্ণ কালীরূপকল্পনা অগ্নির জিহ্বায় আছে বটে। অবশ্যই শিবকে দেখে জিভ কাটার অনৈতিহাসিক (অনৈতিকও, কারণ প্রকৃতি জগদকারণ, তাঁর কনসর্ট পরিকল্পনা অন্যায্য) কল্পনা বা আগমবাগীশের দেখা জিভ কাটা নারীমূর্তির কিংবদন্তী –

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পলাশীপাড়ায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ: বহিরাগত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২৩ অফিস তালা, অবরোধমূলক আন্দোলন

সমীর দাস নদীয়া, ১৯ মার্চ ২০২৬

তৃণমূল কংগ্রেসের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনী প্রার্থী তালিকায় জয়ী বিধায়ক-মন্ত্রীদের বাদ দেওয়ায় রাজ্যের বিধানসভায় অসন্তোষের ঝড় উঠেছে। নদীয়ার পলাশীপাড়া (পলাশীপাড়া) এলাকায় এর প্রথম প্রকাশ্য বিস্ফোরণ ঘটেছে। দুর্নীতির অভিযোগে জড়িত প্রাক্তন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে বাদ দিয়ে বহিরাগত রুকবানু রহমানকে টিকিট দেওয়ায় স্থানীয় কর্মীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এলাকাটি মুসলিম-প্রধান এবং তৃণমূলের ঐতিহ্যবাহী দুর্গ, যেখানে ২০২১-এ মানিক ভট্টাচার্য ৫৫,২৩৪ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। সকাল ১০টা থেকে পলাশীপাড়ার ২৩টি দলীয় অফিস তালাবন্ধী করে কর্মীরা বিক্ষোভ শুরু করে। বিকেল ৩টায় বাস স্ট্যান্ড, বাজারপাড়া ও প্রধান সড়কগুলোতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় ১০০০ কর্মী—জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে—চার ঘণ্টা অবরোধ চালায়। কর্মীদের একক দাবি: "ভূমিপুত্র চাই, বহিরাগত দিয়ে পলাশীপাড়া জিতবে না।" তারা দাবি করল, রুকবানু রহমান নদীয়া বাইরের এবং স্থানীয় ইস্যু থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রার্থী না বদলালে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। প্রবীণ নেতা গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বললেন, "রুকবানু রহমানকে আমরা চাই না। ভূমিপুত্র চাই। না হলে মুসলিম সম্প্রদায়সহ সকলে ভোট দেবে না।" মহিলা কর্মী নার্গিস বেগম জানালেন, "৩৬৫ দিন যে প্রার্থী পাশে থাকে, সেরকম অনুপ রায় চাই। নইলে বাড়িতে বসে থাকব, প্রচার করব না।" পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় নদীয়া পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছে, কিন্তু কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব—এখনও কোনো অফিসিয়াল সাড়া দেয়নি। এই বিদ্রোহ নির্বাচনী সমীকরণ বদলে দিতে পারে, বিশেষ করে মুসলিম ভোটের সমীকরণে। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্রুত হস্তক্ষেপ না হলে আরও এলাকায় অসন্তোষ ছড়াতে পারে।

ভোটের আগে বাংলার আরও ৬ জন আইএএস অফিসারকে বাইরে পাঠাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন পুরনো সব ছক ভেঙে দিতে পারে - এমনটা আগেই লিখেছে দ্য ওয়াল। প্রশাসনিক রদবদল যে দিকে এগোচ্ছে তাতে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বুধবার অর্ধেকের বেশি জেলার ডিএম বদল করেছিল কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী, তাঁদের নতুন পোস্টিং দিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু সেই পোস্টিংয়ের পর কমিশন পাঁচজন আইএএস অফিসারকে বাইরের রাজ্যে অবজার্ভার হিসাবে পাঠিয়ে দিল।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, ইদানীংকালে নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি সৌজন্যের সমস্ত সীমা এবং সাংবিধানিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন যে ধরনের পদক্ষেপ কমিশন নিচ্ছে, তাতে 'পক্ষপাতদুষ্ট' আচরণের ছায়া দেখছেন তিনি। মমতার স্পষ্ট বক্তব্য, 'কমিশন বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কাজ করছে।' গত সোমবারও তিনি জ্ঞানেশ কুমারকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি কমিশনের ওই পদক্ষেপকে 'একতরফা' ও 'অভূতপূর্ব' বলে অভিযোগ করেছিলেন।পাঁচজন ডিইও প্রীতি গোয়েল, রানি আয়েশা, অরবিন্দ কুমার মিনা, সিয়াদ এন এবং শামা পারভিন সহ পঞ্চায়েত সচিব উল্লানাথানকে ভিনরাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে আইপিএস-দের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, আইএএস বা ডিইও-দের ক্ষেত্রেও তাই হল। মোট তিন দফায় তামিলনাড়ু যেতে হবে এই আধিকারিকদের। প্রথম দফায় শুক্রবারের মধ্যে, থাকতে হবে অন্তত এক সপ্তাহ, দ্বিতীয় দফায় যেতে হবে ৩০ মার্চ, থাকতে হবে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত, তৃতীয় দফায় যেতে হবে কাউন্টিংয়ের দু-দিন আগে।

পনেরো জন আইএএস অফিসারকে অবজার্ভার হিসাবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য দিল্লিতে যেতে হয়েছিল। এর মধ্যে বাকি যাঁদের এখনও নির্দেশ আসেনি তাঁদেরও বদল হতে পারে অনুমান।

বুধবার কমিশনের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় এই রদবদলের কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

ভোটের আগে বাংলার আরও ৬ জন আইএএস অফিসারকে বাইরে পাঠাল কমিশন

হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ জরুরি।

রবিবার বাংলার বিধানসভা ভোট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক পদে বিস্তর বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, সিপি, ডিজি, ডিআইজি, ডিএম থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ একাধিক আধিকারিককে বদলে দিয়েছে তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে (E C I Gyanesh Kumar) একাধিক চিঠি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে কোনও লাভই হয়নি। উল্টে দেখা গেল, চিঠি বা সোশ্যাল পোস্টের পর রাতারাতি আরও বদল করেছে কমিশন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানেশ কুমারকে দ্বিতীয় যে চিঠি লিখেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন, প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে যেভাবে গণ-বদল এবং আধিকারিকদের সরানোর প্রক্রিয়া চলছে, তা কেবল একপাক্ষিকই নয়, বরং রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর এক গুরুতর আঘাত।

(৩ পাতার পর)

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়াল রাজ্য সরকার, ভোট মরশুমে মাস্টারস্ট্রোক

আর তাতেই এখন খুশির হাওয়া সিভিক ভলান্টিয়ারদের মনে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বার্ষিক অ্যাড-হক বোনাস ৭ হাজার ৪০০ টাকা ঘোষণা করেছে। রাজ্য বাজেটে বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়। নবান্ন থেকে জারি করা একটি নির্দেশিকায় এবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের অধীনে পড়ছেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এবং গ্রাম পুলিশ ভলান্টিয়াররা। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই বোনাসের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৮০০ টাকা। অর্থ দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী নতুন অর্থবর্ষে সেটো বাড়িয়ে ৭ হাজার ৪০০ টাকা করা হয়েছে।

অন্যদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা বাড়ানো হয়েছে, নতুন প্রকল্প নিয়ে আসা হয় বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য- নাম-যুবসাথী। আইসিডিএস, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বাড়ানো হয়, খাবার ডেলিভারি যাঁরা করেন তাঁদের স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় নিয়ে আসা হয়। টলিউডের টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনা হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়িয়ে দেওয়া হল। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়েই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই অতিরিক্ত বোনাস সংশ্লিষ্ট খাত থেকেই ব্যয় করা হবে এবং সেটো নির্দিষ্ট হিসেবের আওতায় নথিভুক্ত করা হবে।

পূর্ব রেলের সেরা অনুষ্ঠানে হাওড়া পেলো সামগ্রিক দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষ শিল্ড

স্মৃতি সামন্ত,কলকাতা

পূর্ব রেলের ৭০তম রেল সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে শিয়ালদহের বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে ২০২৫ সালের মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার আয়োজনের মাধ্যমে এই মাইলফলক স্থাপিত হয়। রেল সেবায় অসাধারণ নিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর ১০০ জন বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করেন।

পূর্ব রেল মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সীমা দেউস্কর, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, এবং পূর্ব রেলের অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর তাঁর ভাষণে বলেন যে, যা কিছু অর্জন করা হয়েছে তার জন্য আজকের দিনটি উদযাপনের। সমস্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব রেলের জন্য নিরাপত্তা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় এবং সমস্ত কার্যক্রম নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব রেল রেল মন্ত্রক স্তর থেকে ২০২৫ সালের জন্য সেফটি শিল্ড অর্জন করেছে। সেফটি শিল্ডের পাশাপাশি, পূর্ব রেল মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মর্যাদাপূর্ণ কমার্শিয়াল শিল্ডেরও গর্বিত।

সম্মাননায় শীর্ষে হাওড়া ও মালদা বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তি লাভ করে। বিকেলের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে, হাওড়া ডিভিশন জেনারেল ম্যানেজারের সামগ্রিক দক্ষতা এবং সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব শিল্ড অর্জন করে বড় বিজয়ীর মুকুট লাভ করে।

শিয়ালদহ ডিভিশন 'বেস্ট হসপিটাল কাপ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এছাড়াও নিরাপত্তা শিয়ালদহ ডিভিশন 'সেফটি শিল্ড' দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামগ্রিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি সকল পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাদের অসামান্য কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার জন্য আন্তরিক অভিনন্দনও জানান।

সিনেমার খবর

৩৫ বছরের অভ্যাস সাত দিনে দূর, যেভাবে ধূমপান ছাড়লেন আরশাদ ওয়ার্সি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরোনো শিকল ভাঙা কি আদৌ সম্ভব? বিশেষ করে সেটি যখন নিকোটিনের নেশা। বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি সম্প্রতি সবাইকে চমকে দিয়ে জানিয়েছেন, সাড়ে তিন দশকের ধূমপানের অভ্যাস তিনি মাত্র সাত দিনে ত্যাগ করেছেন। কোনো কঠিন ওষুধ বা থেরাপি নয়, বরং নিজের অবচেতন মনকে 'রিওয়ারিং' বা নতুন করে সাজানোর মাধ্যমেই এই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা তার এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের গল্প শুনিয়েছেন। আরশাদ জানান, তিনি নিজেও ভাবেননি কোনো মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে এত দ্রুত ধূমপান ছাড়া সম্ভব।

তার ভাষায়, আমি ৩৫ বছর ধরে ধূমপান করেছি এবং ভেবেছিলাম এটি কখনোই ছাড়তে পারব না। কিন্তু মনের ভেতর থেকে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। শেষে একটি অ্যাপ ব্যবহার শুরু করি যা মূলত মানুষের অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। তিনি আরও যোগ করেন, অ্যাপটি তার মস্তিষ্কের পুরোনো সংকেতগুলোকে বদলে দিয়েছে। যেমন চা খাওয়ার পর সিগারেটের যে প্রবল ইচ্ছা জাগত, সেই ইচ্ছাটিকেই মন থেকে মুছে দিয়েছে এই পদ্ধতি।

এই প্রক্রিয়ার সপ্তম দিনে অ্যাপটি তাকে শেষ সিগারেট খাওয়ার নির্দেশ দেয়। আরশাদ জানান, সেই সময় তার কাছে পুরো এক প্যাকেট সিগারেট ছিল এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই পদ্ধতি কাজ করবে না। তবু তিনি শেষ সিগারেটটি খেয়ে বাকি প্যাকেটটি ফেলে দেন। মিরাকেলের মতো কাজ শুরু হয় এরপর থেকেই।

অভিনেতা বলেন, সিগারেট ছাড়ার ঠিক দুই দিন পর আমার বাড়িতে একটি পার্টি ছিল। সেখানে সবাই ধূমপান করছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো ইচ্ছা বা অস্বস্তি জাগেনি। কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই তিনি এখন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, অবচেতন মনের এই রিওয়ারিং পদ্ধতি মূলত মানুষের গভীরে গেঁথে থাকা নেতিবাচক আচরণ বা অভ্যাসকে বদলে দেয়। পুনরাবৃত্তি, কল্পনা এবং মানসিক স্থিরতার মাধ্যমে মস্তিষ্কে নতুন নিউরাল পাথওয়ে তৈরি করা হয়। ফলে মানুষ স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার বদলে সচেতন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যায়। আরশাদ ওয়ার্সির এই অভিজ্ঞতা এখন অনেক আসক্ত ব্যক্তির কাছেই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় চমক নিয়ে আসছে 'ওয়েলকাম ফোর'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জনপ্রিয় বলিউড ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ওয়েলকাম'-এর চতুর্থ কিস্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা। অক্ষয় কুমার অভিনীত এই কমেডি ঘরানার সিনেমার নতুন পর্বে নানান চমক থাকবে বলে জানা গেছে। বর্তমানে সিনেমাটির চিত্রনাট্য গুছিয়ে আনার কাজ চলছে এবং শিগগিরই কাস্টিং চূড়ান্ত করা হবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা জানান, 'ওয়েলকাম ফোর' সিনেমাটিকে বড় পরিসরে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে উদয় ভাই, মজনু ভাই ও ডক্টর ঘুঙরুর মতো কালজয়ী চরিত্রগুলোর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন খলনায়ককে দেখা যাবে।

সিনেমার গান ও অ্যাকশন দৃশ্যে আন্তর্জাতিক আবহ বজায় রাখতে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের সংগীতশিল্পীদের যুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রযোজকের মতে, এই সিনেমার ব্যাপ্তি দর্শকদের জন্য এক বিশাল চমক হতে যাচ্ছে।

এদিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তৃতীয় কিস্তি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এর মুক্তি পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া গুঞ্জন নাকচ করে দিয়েছেন নাদিয়াদওয়ালা। জানিয়েছেন, সিনেমাটির শুটিং ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং এটি এখন মুক্তির জন্য প্রস্তুত। বিশাল বাজেটের এই সিনেমায় শত শত ঘোড়া, সামরিক হেলিকপ্টার এবং দুবাইয়ে একটি গানের শুটিংয়ে প্রায় ৫৭০ কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি এই কিস্তিতে আরশাদ ওয়ারসি, সুনীল শেঠি ও পরেশ রাওয়ালের মতো তারকারা অভিনয় করছেন।

২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ওয়েলকাম' সিনেমার ব্যবসায়িক সাফল্যের পর ২০১৫ সালে এর দ্বিতীয় কিস্তি 'ওয়েলকাম ব্যাক' মুক্তি পায়। আনিস বাজমি পরিচালিত প্রথম দুটি পর্ব দর্শকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

প্রতি গান রেকর্ডের জন্য কত টাকা নেন শ্রেয়া ঘোষাল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল সারা বিশ্বের সংগীতপ্রেমীদের কাছে পরিচিত তার মিষ্টি কণ্ঠ ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য। মাত্র ১৪ বছর বয়সে পেশাদারভাবে গান শুরু করা এই শিল্পী ইতিমধ্যে ২০টিরও বেশি ভাষায় তিন হাজারের বেশি গান গেয়েছেন। হিন্দি ভাষাতেই তার গানের সংখ্যা এক হাজার ১৫০-এর বেশি।

ভারতীয় বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, শ্রেয়া ঘোষালের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৪০ কোটি টাকা। মূলত সংগীতজীবন থেকে অর্জিত এই সম্পদ তার। দেশ-বিদেশে নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠান করে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করেন।

শ্রেয়া ঘোষাল প্রতিটি গান রেকর্ড করার জন্য প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন। এই কারণে তিনি বর্তমানে বলিউডের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া গায়িকাদের একজন।

সংগীতজীবনের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু বিলাসবহুল সম্পত্তিরও মালিক। কলকাতার একটি অভিজাত এলাকায় তার একটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। মুম্বাই শহরেও রয়েছে তার একটি বিলাসবহুল বাড়ি। গাড়ির ক্ষেত্রে তার সংগ্রহও চমকপ্রদ; বিএমডব্লিউ ৫ সিরিজ, রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এবং মার্সিডিজ-বেনজ এস-ক্লাসের মতো গাড়ি তার গ্যারেজে রয়েছে।

শ্রেয়া ঘোষালের বড় করে পরিচিতি আসে জনপ্রিয় সংগীত প্রতিযোগিতা 'সা রে গা মা পা' জেতার মাধ্যমে। এরপর পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালি তার কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে সিনেমা 'দেবদাস'-এ গান গাওয়ার সুযোগ দেন। বিশেষ করে 'বৈরি পিয়া' ও 'সিলসিলা ইয়ে চাহাত কা' গান দুটির মাধ্যমে তিনি দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছান।

ব্যক্তিগত জীবনে, ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ ১০ বছর প্রেমের পর শৈশবের বন্ধু শিলাদিত্য সান্যালকে বিয়ে করেন শ্রেয়া ঘোষাল। ২০২১ সালে তাদের একমাত্র ছেলে দেবায়ন জন্মগ্রহণ করে

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেন ওয়াকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন কাইল ওয়াকার। সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় জাতীয় দলকে বিদায় বলেন ইংলিশ ডিফেন্ডার।

বিশ্বকাপের মাত্র তিন মাস আগেই ইংল্যান্ড জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ওয়াকার।

বিদায় বার্তায় ওয়াকার জানান, 'এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমার খারাপ লাগছে, তবে ইংল্যান্ডের হয়ে যা অর্জন করেছি তা নিয়ে আমি ভীষণ গর্বিত।'

২০২০ ও ২০২৪ ইউরোর রানার্সআপ ইংল্যান্ড দলের সদস্য ছিলেন ওয়াকার। এছাড়া ২০১৮ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও খেলেছিলেন ৩৫ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার। ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ইংল্যান্ডের হয়ে ৯৬টি ম্যাচ খেলেই তিনি বিদায় বললেন।

জাতীয় দলে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে ওয়াকার বলেন,'পাঁচটি বড় টুর্নামেন্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, যেসব ফাইনালে আমরা উঠেছি সেখানে খেলা এবং এই ইংল্যান্ড দলের অংশ হতে

পারা—বিশেষ করে যেসব খেলোয়াড় ও কোচের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি—সবই আমার জন্য বিরাট সম্মানের। কিন্তু আজ সেই অধ্যায়ের শেষ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমার ক্যারিয়ারের একটি সুন্দর সমাপ্তি পেলাম।'

ইংল্যান্ডে যেসব কোচের অধীনে খেলেছিলেন ওয়াকার, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওয়াকার বলেন, 'আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যেসব কোচের অধীনে কাজ করেছি—ফ্যাবিও কেপেলো, রয় হজসন, লি কার্সলে, গেরেথ সাউথগেট এবং থমাস টুখলেকে। তারা আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। অতীত ও বর্তমান সব সতীর্থকেও ধন্যবাদ জানাই, সবার জন্য রইল শুভকামনা।

সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ওয়াকার বলেন, 'আর সমর্থকদের বলব—বছরের পর বছর যে সমর্থন দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। ছেলেদের পাশে থাকুন, তারা আপনাদের সমর্থন চায়, যেন তারা দেশের জন্য গর্ব বয়ে আনতে পারে।'

২০০৯ সালে ফ্যাবিও ক্যাপেলোর অধীনে স্পেনের বিপক্ষে ওয়েম্বলিতে অভিষেক হয় ওয়াকারের। সেই ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন স্কোট পার্কারের জায়গায়, যিনি এখন তার বর্তমান ক্লাব বার্নলির কোচ। কয়েক দিন পর সুইডেনের বিপক্ষে প্রথম একাদশে নেমেই ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন ওয়াকার।

ক্লাব ফুটবলে ওয়াকার খেলেছেন শেফিল্ড ইউনাইটেড, নর্থ্যাম্পটন টাউন, টটেনহ্যাম হটস্পার, কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স, অ্যাস্টন ভিলা, ম্যানচেস্টার সিটি, এসি মিলান এবং বার্নলিতে। এরমধ্যে ম্যান সিটিতেই ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সাফল্য পেয়েছেন ওয়াকার। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাসের ক্লাবটি ছাড়ার আগে খেলেছেন ৩১৯ ম্যাচ। ক্লাবটির হয়ে ১৭টি বড় শিরোপা জিতেছেন তিনি। সিটি ছেড়ে ধারে এসি মিলানে যোগ দেওয়ার পর গত বছরের জুলাইয়ে বার্নলিতে পাড়ি জমান ওয়াকার।

দলে ডাক পাওয়ার পর আবারও ইনজুরিতে নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্ভাগ্য একেই বলে। ব্রাজিলের প্রাথমিক দলে ডাক পাওয়ার পর আবার ইনজুরিতে পড়লেন নেইমার।

২০২৬ বিশ্বকাপের আগে ২৬ মার্চ ফ্রান্স ও ৩১ মার্চ ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এ দুটি ম্যাচের জন্য প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমারকে রেখেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

তার আগে আজ সকালে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে মিরাসলের বিপক্ষে নেইমারের ক্লাব সান্তোসের ম্যাচ দেখার কথা ছিল ব্রাজিল কোচের। দেখতে চেয়েছিলেন নেইমারের সবশেষ অবস্থা।

কিন্তু সমস্যা হলো, মাংসপেশিতে আবারও চোট পাওয়ায় এই ম্যাচে খেলা হচ্ছে না নেইমারের। চোট গুরুতর না হলেও এ ম্যাচে অনুপস্থিতির কারণে ব্রাজিলের চূড়ান্ত স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে পারেন ৩৪ বছর বয়সি সান্তোস ফরোয়ার্ড।

প্রীতি ম্যাচের জন্য ১৬ মার্চ চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। ১৫ মার্চ করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে নেইমার মাঠে ফিরলেও সেই ম্যাচে গ্যালারিতে থাকবেন না ব্রাজিল কোচ।

ফিটনেসের ব্যাপারে কোচকে আশ্বস্ত করতে না পারলে চূড়ান্ত দলে জায়গা হবে না নেইমারের। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর দেশের হয়ে আর খেলা হয়নি ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতার।

মিচেলকে বল মেরে শাস্তি পেলেন আর্শদীপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের পেসার আর্শদীপ সিংকে আচরণবিধি ভাঙার কারণে ম্যাচ ফিরের ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি তার নামের পাশে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনালে। ভারতের ২৫৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় তখন ব্যাট করছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। একাদশ ওভারের শুরুতে আর্শদীপকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে ছক্কা হাঁকান মিচেল। পঞ্চম ডেলিভারির পর, ফলো-থ্রুতে বল ধরে তিনি তা ব্যাটসম্যানের দিকে ছুঁড়ে দেন। বল মিচেলের শরীরে আঘাত করলে ক্ষিপ্ত হন মিচেলও।

মিচেল আর্শদীপের দিকে এগোতে গেলে আম্পায়ার এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে আর্শদীপকে সতর্ক করে আম্পায়ার। বল মারার পরপরই ক্ষমা চেয়ে নেন আর্শদিপ এবং ওভার শেষে মিচেলের সঙ্গে হাত মেলান।

ফাইনালে আর্শদীপ চার ওভারে মাত্র ৩২ রান দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে উইকেটশূন্য বোলিং করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। এতে ভারত নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টানা দ্বিতীয় ও মোট তৃতীয় শিরোপা জেতে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR